দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP 1 6 1999

ইস্পাহানী কলেজের বের করে দেয়া ছাত্রী আতিয়া বেগমের পিতা প্রফেসর আতাহারের বিবৃতি

স্কার্ফ পরে পর্দার বিধান রক্ষা করা শুধু অধিকার নয় ধর্ম নির্দিষ্ট কর্তব্যও বটে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ চট্টগ্রাম ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজের ছাত্রী সৈয়দা আতিয়া বেগমের পিতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, কলেজের প্রিন্সিপাল আমার মেয়েকে বইপত্রসহ কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। স্কার্ফ পরার কারণে আতিয়া বেগমকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও কলেজ প্রিন্সিপালের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে তিনি এ দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রদান করা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি।

প্রফেসর ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার বলেন, আতিয়া বেগম ১০ আগস্ট উক্ত কলেজে ভর্তি হয়। ১৬ আগস্ট থেকে ক্লাস শুরু হলে সে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে ক্লাস করতে থাকে। সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান রমণী হিসেবে কলেজের ইউনিফর্মের অতিরিক্ত একটি স্কার্ফ দিয়ে তার মাথা, মুখের নিম্নভাগ ও কবজি পর্যন্ত হাত আবৃত করে রাখে। ১৬ আগস্ট সে এভাবেই ক্লাস করে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লেকচার শুনতে থাকে। কিন্তু ১৭ আগস্ট ক্লাস শুরুর পূর্বে আনুমানিক সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ক্লাসে উপরোক্তভাবে মাথা, মুখ ও হাত আবৃত না করে ক্লাস করার জন্য তাকে শ্রেণী শিক্ষিকার মাধ্যমে মৌখিকভাবে বলা হয়। এতে ধর্মীয় বিধান লংঘিত হবে ভেবে সে সম্মত হয়নি। এরপর তার মাধ্যমে আমাকে কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করার জন্য বলা হয়। সে অনুযায়ী আমি ১৮ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় তার সাথে দেখা করি। এই সাক্ষাৎকারে আমি ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পর্দা রক্ষার সুযোগ দিয়ে আমার মেয়েকে ক্লাস করার অনুমতি প্রদানের জন্য তার কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি। এ অবস্থায় আতিয়া ১৯ আগস্ট আবার কলেজে যায় এবং যথারীতি ক্লাস করে। ক্লাস শেষে তাকে প্রিন্সিপাল তার কক্ষে ডেকে নেন এবং ২১ আগস্ট সকাল ১০টায় কলেজ থেকে টিসি নিয়ে যেতে বলেন। এ অবস্থায় আমি ২১ আগস্ট নিজে মেয়েকে কলেজে নিয়ে যাই এবং ক্লাস করতে বলি।

তিনি বিবৃতিতে বলেন, আমার ধারণা ছিল– এ ধরনের একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত হয়ত শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে এবং প্রিন্সিপাল ইসলামের বিধান অনুযায়ী পর্দা রক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে আমার মেয়েকে ক্লাস করার অনুমতি দিবেন। তিনি একজন মুসলিম নারী হওয়ায় তার কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করা আমার কাছে অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কিন্তু আমার প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়। ঐদিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর তিনি আমার মেয়েকে তার কক্ষে ডেকে পাঠান এবং কয়েকজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে তার প্রতি কটাক্ষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করেন। প্রিন্সিপাল তাকে সাদা কাগজে দস্তখত দিয়ে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন।

আমার কন্যা এই অবস্থায় সাদা কাগজে দস্তখত দিতে অস্বীকার করে উল্লেখিত কাগজপত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়। এরপর প্রিন্সিপাল আমার মেয়েকে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে বই-পত্রসহ কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার বলেন, গত ২২ আগস্ট এক আবেদনপত্রে আমার কন্যাকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী পর্দা অনুসরণ করে ক্লাস করার অনুমতিদানের আবেদন করি। এ আবেদনের কোন উত্তর না পেয়ে আমি ২৮ আগস্ট আরো একটি আবেদন করি। আজ অবধি তার কোন উত্তর পাইনি।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রদত্ত প্রতিবাদে কলেজ প্রিন্সিপাল এ সত্য ঘটনাকে সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত ঘটনার কোন কিছুই উল্লেখ না করে ঢালাওভাবে অসত্য ও ভিত্তিহীন হিসেবে অবহিত করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদের যথাযথ ও নিষ্কলুষ মনে করলে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করতে পারতেন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে এতটুকু সততা ও সৎসাহস মূল্যবোধের এ বিপর্যয়ের যুগেও আমরা প্রত্যাশা করি। ইসলামী বিধিবিধান ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের যে দাবী প্রতিবাদপত্রে করা হয়েছে, তা সত্য হলে আমার কন্যার ব্যাপারে এসব ঘটনা কেন ঘটলো? কলেজ কর্তৃপক্ষ কি তার কোন ব্যাখ্যা দেবেন? প্রতিবাদলিপিতে আরো বলা হয়েছে, "কলেজের রীতিনীতি ও সুনির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পড়ে ক্লাসে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক। এতে সহযোগিতা দেয়াও অভিভাবকদের কর্তব্য।" এ বক্তব্যে মনে হয়, আমার কন্যা ইউনিফর্ম পড়ে ক্লাসে যায়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস বললেও কম বলা হবে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, আমার মেয়ে কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরিধানের বিধান কোনোভাবেই লংঘন করেনি। সে শুধু নির্দিষ্ট পোশাকের অতিরিক্ত একটি স্কার্ফ পড়ে মাথা ও মুখ আবৃত করেছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মুসলমান রমণীর জন্য পর্দার এ বিধান পালন শুধু তার অধিকারই নয়– ধর্ম নির্দিষ্ট কর্তব্যও বটে। এ ধর্ম নির্দিষ্ট বিধান পালনে বাধা দেয়ার অধিকার ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কিংবা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রেরও নেই।